গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

ডিসেম্বর/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ মোঃ আরিফুর রহমান অপু।
মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়ঃ ৯ ডিসেম্বর, ২০১৮; বেলা ১০:৩০ টা.
সভার স্থানঃ খাদ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষ।
সভার উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট 'ক' (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। নভেম্বর, ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় এটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর এজেন্ডা অনুযায়ী উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) সভার কার্যক্রম তুলে ধরলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১।	পরিদর্শন	ক) সভার শুরুতে পরিদর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর পরিদর্শনকালে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ এলএসডির চালে কোন কোন বস্তায় মরা ও বিনষ্ট দানার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। চালে মরা ও বিনষ্ট দানার উপস্থিতি বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংগ্রহ নীতিমালার আলোকে সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়।	ক) i) গাইবান্ধা জেলায় বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহকারীদের সনাক্ত করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ii) বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		খ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল কর্তৃক অক্টোবর, ২০১৮ মাসে পরিদর্শনকৃত স্থাপনাসমূহের রেকর্ডপত্র হালনাগাদ করার উপর গুরুত্বরোপ করা হয়।	খ) রেকর্ডপত্র হালনাগাদ রাখতে হবে।	
		গ) মহাপরিচালক মহোদয় আমন সংগ্রহকে কেন্দ্র করে পরিদর্শন জোরদার করতে বলেন। কোনভাবেই সংগ্রহ নীতিমালার বাইরে চাল সংগ্রহ করা যাবে না মর্মে নির্দেশ দেন। বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে কঠোরতা অবলম্বরনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।	গ) i) আমন সংগ্রহকে কেন্দ্র করে পরিদর্শন জোরদার করতে হবে; ii) কোনভাবেই বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহ করা যাবে না।	
		ঘ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বলেন সংগ্রহকালে ভাল চাল সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু বিতরণকালে নিম্নমানের চাল বিতরণ করা হয়। সংগৃহীত ভাল চালের পরিবর্তে খারাপ চাল বিতরণ করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। পাশাপাশি এরূপ খারাপ চর্চা থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি মনে করেন। একইসাথে দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিত করে প্রশাসনিক/বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।	ঘ) i) সববি বিভাগের নির্দেশনা এবং ওয়ারেন্টি মোতাবেক খাদ্য শস্য বিলি-বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। ii) রাজশাহী বিভাগে খারাপ চাল বিতরণের সাথে দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিত করে প্রশাসনিক/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	

মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
২।	মামলা ও আইনগত কার্যক্রম	আইন উপদেষ্টার দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে মামলাসংক্রান্ত ডাটাবেজ আপডেট করা হচ্ছে। উক্ত আপডেটকরন কার্যক্রম আরো গতিশীল করা প্রয়োজন। ডাটাবেজটি হালনাগাদ হলে মামলার সকল তথ্য সহজে পাওয়া যাবে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সরকারি কৌসুলীদের আন্তরিকতার অভাবে মামলার মেরিট থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্থাপনার সরকারি মামলাগুলো প্রায়ই হেরে যায়। মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় এনে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও কিছু কিছু মামলায় মেরিট থাকা সত্ত্বেও সরকার পক্ষ উপর্যুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে মামলাগুলোতে হেরে যাচ্ছে এবং সেইসকল মামলাগুলোতে সঠিক সময়ে আপীল দায়ের না করার কারণে উচ্চ আদালতেও মামলাগুলো হেরে যাচ্ছে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল করার জন্য বলা হয়। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল করা প্রয়োজন।	সকল গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে; বিশষকরে সরকারি জমিজমাসংক্রান্ত মামলাগুলোর উপর বিশেষ নজরদারি রাখতে হবে।	পরিচালক(সকল)/ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/ সিস্টেম এনালিস্ট।
৩।	খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম	সভায় অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০১৮-১৯ বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় আমন ২০১৮ -১৯ মৌসুমে ৬.০০ লাখ মে:টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সারাদেশে চালকল মালিদের সাথে ৬৬,৬৭৭ মে:টন চালের চুক্তিপত্রের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। আলোচ্যনায় চালকল মালিদের সাথে চুক্তিপত্রের নির্ধারিত সময়সীমা ১৩/১২/২০১৮ খ্রি: তারিখের মধ্যে সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট পরিমাণ চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে কার্যকরি ভুমিকা গ্রহনের জন্য সভায় উপস্থিত সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে বলা হয়। এছাড়া খাদ্য গুদামে বিনির্দেশসম্মত সিদ্ধ চাল ক্রয় করার জন্য সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের বলা হয়। বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল ক্রয় করা যাবে না মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে বিনির্দেশসম্মত চাল ক্রয়ের ব্যাপারে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	(ক) আমন সংগ্রহ ২০১৮-১৯ মৌসুমে ৬.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চালের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট পরিমাণ চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে কার্যকরি ভুমিকা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ৬.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল বিনির্দেশসম্মতভাবে ক্রয় করতে হবে। (গ) বিনির্দেশসম্মত চাল ক্রয়ের ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ে কঠোর নির্দেশনা জারি করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ।
৪।	খাদ্যশস্য চলাচল	(ক) পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন বিষয়ে পরিচালক চসসা জানান যে, নভেম্বর/২০১৮ এর ১ম পাক্ষিক পর্যন্ত সকল বিভাগ হতে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। কোন গড়মিল পাওয়া যায়নি।	(ক) পরিচালক, চসসা বিভাগের ই-মেইল/ফ্যাক্স এ যথাসময়ে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ।
		(খ) সভায় জানানো হয় যে, পিপিআর এ উল্লিখিত সকল নিয়ম প্রতিপালন করে মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম নিয়োগের লক্ষ্যে কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য ২৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদিত হয়েছে। ১৩/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্ত করা হবে।	(খ) পিপিআর এ উল্লিখিত সকল নিয়ম প্রতিপালন করে দ্রুত মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ।
		(গ) পরিচালক, চসসা জানান যে, সড়ক ও নৌ-পথে চলাচল সূচির মেয়াদ ১ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সূচি বাস্তবায়ন না হলে সূচি উন্মুক্ত/ নতুন চলাচল সূচি জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে সূচির খাদ্যশস্য/মালামাল পরিবহণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ঠিকাদারদের নির্দেশনা	(গ) i) চলাচল সূচির মেয়াদ ১(এক) মাস অতিক্রান্ত হলে অপরিবহিত খাদ্যশস্যের জন্য নতুন চলাচল সূচি জারি করা যেতে পারে; ii) পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদারদের তালিকা তৈরি করতে হবে। iii) নতুন ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্বের	বাস্তবায়নে-পরিচালক/ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		দেওয়া হচ্ছে।	পারফরমেন্স বিবেচনা করতে হবে।	
		(ঘ) নৌ-পথে খাদ্যশস্য সুষ্ঠুভাবে পরিবহণ বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে নৌ-পরিবহণ ঠিকাদার সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে ০৩/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মতবিনিময় সভার অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিএমসি, খুলনা ও ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল) ঠিকাদারদের মাধ্যমে মোংলা সাইলোর গম নারায়ণগঞ্জ সাইলোতে ঢালা আকারে প্রেরণের লক্ষ্যে অত্র বিভাগের ০৪/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৯৭৩(৩) নং স্মারকে মোংলা সাইলো হতে নারায়ণগঞ্জ সাইলোতে ১০,০০০ মেঃটন ঢালা গম এবং বাঘাবাড়ী ও নগরবাড়ী ঘাটে ৫,৪০০ মেঃটন বস্তাবন্দি গমের চলাচল সূচি জারি করা হয়েছে।	(ঘ) i) মোংলা সাইলো হতে নারায়ণগঞ্জ সাইলোতে পরিবাহিত পুরাতন গমের চলাচল সূচি জারি করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ii) মোংলা সাইলোর অবশিষ্ট পুরাতন গম বস্তাবন্ধি আকারে বাঘাবাড়ী / নগরবাড়ী ঘাটের মাধ্যেমে দ্রুত পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চসসা; আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী /রংপুর; সাইলো, অধীক্ষক, মোংলা; চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক(খাদ্য), খুলনা।
		(ঙ) পরিচালক, চসসা জানান যে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের চাহিদা অনুযায়ী চলাচল সূচি প্রণয়ন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া চলাচল নীতিমালার ৪.৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসরণপূর্বক খাদ্যশস্যের কেন্দ্র পরিবর্তন এবং অধিদপ্তরকে পূর্বে অবহিত না করে খাদ্যশস্যের প্রাপক কেন্দ্র পরিবর্তন না করার জন্য চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ২০/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৯৫৩ নং স্মারকে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের অনুরোধ করা হয়েছে।	(ঙ) চলাচল নীতিমালার ৪.৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসরণপূর্বক খাদ্যশস্যের কেন্দ্র পরিবর্তন করতে হবে। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরকে পূর্বে অবহিত না করে খাদ্যশস্যের প্রাপক কেন্দ্র পরিবর্তন করা যাবে না।	বাস্তবায়নে- পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো/সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		চ) সভায় জানানো হয় যে, আমন সংগ্রহ/২০১৮-১৯ সফল করার জন্য খালি জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রিয় চলাচল সূচির মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ হতে ৫৩,৮৫০ মেঃটন বোরো/১৮ চালের চলাচল সূচি জারি করা হয়েছে। সদ্য সংগৃহিত আমন চাল কোন খাতে বিলি বিতরণ না করার জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের স্বাক্ষরে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে সংগ্রহ সফল করার লক্ষ্যে সিআরটিসি, ডিআরটিসি, আইআরটিসি ও আইবিসিসি এর মাধ্যমে পরিবহণের জন্য চলাচল পরিকল্পনা খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ প্রয়োজন রয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা তাদের নির্ধারিত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা এবং মজুত বিবেচনা করে উত্তরবঙ্গ হতে চালের চলাচল সূচি জারি করতে হবে।	চ)i) সদ্য সংগৃহীত আমন চাল কোন অবস্থাতেই বিলি বিতরণ না হয় সে জন্য সিএসডি/এলএসডিভিত্তিক মনিটরিং করতে হবে; ii) সদ্য সংগৃহীত আমন চাল বিভাগের বাহিরে প্রেরণের লক্ষ্যে আগামী ৭(সাত) দিনের মধ্যে বিভাগ ও মাসভিত্তিক (জানু/১৯ ও ফেব্রুয়ারি/১৯) সংগ্রহ ও চলাচল পরিকল্পনা প্রেরণ করতে হবে; iii) খালি জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে চাল সরানোর জন্য খাদ্য অধিদপ্তরে চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে হবে; iv) সংগ্রহ সম্ভবনা কম এমন এলএসডি/সিএসডিতে ৩০ জুন পর্যন্ত বোরো/১৮ চালের চাহিদা এবং খালি জায়গা বিবেচনায় চলাচল সূচি জারি করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক-চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		(ছ) পরিচালক, চসসা জানান যে, পথখাতে খাদ্যশস্যের প্রকৃত পরিমাণ নিরুপণের লক্ষ্যে চসসা বিভাগের ১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৯৪০(৭৯)নং এবং ১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৯৪১(৭৯) নং স্মারকে নির্দেশনার আলোকে প্রতিমাসে ৫(পাঁচ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের পথখাতের তথ্য 'ক' ও 'খ' ছক পূরণপূর্বক প্রেরণ নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন বিভাগ হতে 'ক' ও 'খ' ছক পূরণপূর্বক পথখাতের তথ্য/ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়নি।	(ছ) পথখাতের বিষয়টি জেলা/ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা করে প্রতিমাসে ৫(পাঁচ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের পথখাতের প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক-চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ; সাইলো অধীক্ষক, সান্তাহার; সান্তাহার ওয়ারহাউজে খাদ্যশস্য মজুত, সংরক্ষণ,ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সম্পর্কীত গঠিত কমিটি।

মামুন আল মোশেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		জ) নবনির্মিত সান্তাহার ওয়ারহাউজে খাদ্যশস্য মজুত, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সম্পর্কীত গঠিত কমিটির আংশিক প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। কিন্তু পুর্নাঙ্গ প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি। উক্ত ওয়ারহাউজে ৩০০ মেঃটন চালের চলাচল সূচি দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে মর্মে সাইলো অধীক্ষক, সান্তাহার সাইলো জানান।	জ) i) দ্রুত কমিটিকে সান্তাহার ওয়্যারহাউজ বিষয়ে পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা প্রদান করতে হবে; ii) ওয়ারহাউজ থেকে খাদ্যশস্য বিতরণকালে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতায় বিলি-বিতরণ (ডেলিভারি) করতে হবে।	বাস্তবায়নে- মহাপরিচালক, পরিচালক-চসসা; আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ সিলেট/খুলনা/রাজশাহী /রংপুর
		ঝ) ০২ (দুই) নং রেলরুটে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং চলাচল সূচি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু রেল সাইডিং অচল থাকায় সূচি কার্যকর করা হচ্ছে না। ঠিকাদার কর্তৃক সাইডিং মেরামতের জন্য রেল বিভাগ ও খাদ্য বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে । ইতিমধ্যে চলাচল ,সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ০২/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৯৬৯ নং স্মারকে ব্রডগেজভূক্ত এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে রেল সাইডিং মেরামতের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	ঝ) i) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা/রাজশাহী/রংপুর স্থানীয় রেল বিভাগের সাথে যোগাযোগপূর্বক রেল সংযুক্ত এলএসডি/সিএসডি/ সাইলোর রেল সাইডিং মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; ii) ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট বিভাগের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তার বিভাগের রেল সাইডিং এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আগামী মাসিক সমন্বয় সভার প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন; iii) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-কে চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ রেল সাইডিং মেরামত, রেল ইঞ্জিন ও ওয়াগন সরবরাহের জন্য পত্র প্রেরণ করবেন।	বাস্তবায়নে- পরিচালক, চসসা /সববি; আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
৫।	বেসরকারি পর্যায়ে গুদামের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা এবং গুদামে মজুত খাদ্যশস্য পরিবীক্ষণ	(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী আমদানিকারক, পাইকারী ও খুচরা খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী এবং চালকল মালিকদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে পাক্ষিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে একীভূত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) নির্ধারিত ছক মোতাবেক লাইসেন্স ও মজুত সংক্রান্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইপূর্বক নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		(খ) খাদ্যশস্য লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইসেন্সবিহীন সকল ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতাভূক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(খ) জেলা/উপজেলা পর্যায়ে লাইসেন্সের আওতায় আসার যোগ্য ব্যবসায়ীদের তালিকাসহ প্রতিবেদন অবিলম্বে সববি বিভাগে প্রেরণসহ লাইসেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	ওএমএস কার্যক্রম	ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে চলমান ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকি করতে হবে। মাঠ পর্যায় হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ যে পরিদর্শন প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এবং ওএমএস এর বিষয়েও উল্লেখ থাকতে হবে। কোথাও কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

মামুন আলী মোর্শেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে গত সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর'১৮ প্রান্তিকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আগামী মার্চ-এপ্রিল'১৯ প্রান্তিকে অনুমোদন সাপেক্ষে এ কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে হবে। এ বিষয়ে কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	আতপ চাল বিতরণ	মজুত আতপ চাল এবং আসন্ন আমন সংগ্রহ চাল বিতরণ বিষয়ে আলোচনা হয়।	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির চাহিদা না থাকায় সমুদয় আতপচাল এখনখাদ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত খাতে বিতরণ করে নিষ্পত্তি করতে হবে। অন্যান্য বিভাগের মজুত আতপচাল চট্টগ্রাম বিভাগে প্রেরণ না করে সেখানেই নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ওয়ারেন্টি আইনভঙ্গ করে আসন্ন আমন সংগ্রহের চাল যেন কোন ক্রমেই বিতরণ করা না হয় সে বিষয়ে গত২৯/১১/১৮ খ্রি. তারিখের ১২০৫(৮) নম্বর স্মারকে মহাপরিচালক মহোদয়ের স্বাক্ষরিত নির্দেশনা পত্র অনুসরণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	বাজারদর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন	আটার বাজার দর নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূবর্ক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করতে হবে। চলমান ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় আটা বিক্রয় কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৬।	রাজস্ব বাজেটের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ কার্যাদি	চ) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ বলেন যে, ১৯৭০ সালে ৫টি সাইলো নির্মিত হওয়ার পরে ১৯৯৯/২০০০ সালে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও সান্তাহার সাইলো আংশিক বিএমআরই করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সকল সাইলোর হপার স্কেল ও জেটি, বিভিন্ন ধরণের কনভেয় মেরামত ও ব্যাগিং হাউজের সংস্কার প্রয়োজন।	সাইলোসমূহের বিএমআরই করার ব্যাপারে পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া উক্ত বিভাগ হতে সকল সাইলোর বিভিন্ন সংস্কার/মেরামত নিয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ/সকল সাইলো অধীক্ষক/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		মোংলা সাইলোর স্পেয়ার পার্টস ক্রয় এবং পুরা পার্টসের নামসহ বিনির্দেশ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগে প্রেরণের জন্য সাইলো সুপার মোংলাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	মোংলা সাইলোর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টসের তালিকা পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের প্রেরণ করতে হবে।	
		বিভিন্ন সিএসডি, এলএসডি ও সাইলোতে প্লাষ্টিকের ডানেজ সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ডানেজের চাহিদা বেশি থাকায় পউকা বিভাগ হতে বেশি পরিমান ডানেজ ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	বর্তমানে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে ৫০০০ পিস ডানেজ ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ডানেজের আংশিক পরিমান বিভিন্ন এলএসডি সিএসডিতে বিতরণ করা হয়েছে। গুদামে রক্ষিত খাদ্যশষ্যের গুনাগুন স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে ভবিষ্যতে বেশী পরিমান ডানেজ(প্লাষ্টিক) ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
		চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের সাথে সাইলো সুপারকে যোগাযোগ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে সাইলো সুপারকে বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ পূর্বক অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	

মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৭।	অভ্যন্তরীণ অডিট	ক) Audit Managment Software এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নিমিত্তে প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ বিভাগ নতুন ল্যাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।	ক) প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা মোতাবেক প্রশিক্ষণ বিভাগ দ্রুত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।	পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ
		খ) সফটওয়ার প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ বিভাগ ও সিস্টেম এনালিষ্ট সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করবেন।	খ) সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ বিভাগ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ ও সিষ্টেম এনালিষ্ট
		গ) পরিচালক পর্যায়ে Audit Managment Software সফটওয়ার উপস্থাপনের লক্ষ্যে সফটওয়ার প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ করা হয়েছে। এ মাসেই সিস্টেম এনালিষ্ট এর সমন্বয়ে সফটওয়ারটি উপস্থাপন করা হবে।	গ) আগামী সভার পূর্বে পরিচালক পর্যায়ে Audit Managment Software উপস্থাপন করতে হবে।	সিষ্টেম এনালিষ্ট, অতিরিক্ত পরিচালক
		ঘ) প্রতিমাসে উত্থাপিত নতুন আপত্তি প্রতি মাসেই সফটওয়ারে আপলোডকরণ অব্যাহত আছে। নভেম্বর মাসে ২৪৮টি আপত্তি আপলোড করা হয়েছে।	ঘ) ২০১৮-১৯ সন হতে উদ্ভুত নতুন আপত্তিসমূহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		ঙ) বিভাগীয় নিরীক্ষা কমিটির সভাপতিগণের ব্যস্ততার কারণে সভা সম্পন্ন হয়নি। দ্রুত সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে সভা সম্পন্নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ।	ঙ) অবিলম্বে সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে সভা সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক(সকল) আখানি (সকল),অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		চ) এ মাসে রাজশাহী বিভাগ হতে ০৪টি, চট্টগ্রাম বিভাগ হতে ১টি ও রংপুর বিভাগ হতে ২টি সর্বমোট ০৭টি বিএসআর পাওয়া গেছে। ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, সিলেট হতে কোন বিএসআর পাওয়া যায় নাই। নভেম্বর মাসে ১৫১টি আপত্তি সংযোজন ও ২৮৭টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে । বর্তমানে ৪১৭৪৪ টি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে ।	চ) অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতি বিভাগ হতে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করতে হবে। আপত্তি নিষ্পত্তি ও ব্রডসিট জবাব প্রাপ্তির সংখ্যা প্রতি সভায় অবহিত করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল),
৮।	বাণিজ্যিক অডিট	ক) সাধারণ আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জানান যে, সভায় সুপারিশ করা অনুচ্ছেদের জারীপত্র সময়মত পাওয়া যায় না।	ক) দ্বি- পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। সভার কার্যপত্রে, সকল প্রমাণক সুচারুভাবে সংলগ্নি হিসাবে সংযুক্ত করতে হবে যেন জারিপত্র দ্রুত পাওয়া যায়।	১। সকল পরিচালক, সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ।
		খ) অতিরিক্ত পরিচালক সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায় হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষতঃ খসড়া ও সংকলন অনুচ্ছেদের জবাব পাওয়াই যায় না।	খ) কোন ভাবেই যেন জবাব প্রেরণ না করার জন্য আপত্তিসমূহ পরবর্তী ধাপে উন্নীত না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের ০২/০৪/১৮ তারিখের ১৮৫ নং স্মারক মোতাবেক নির্ধারিত টার্গেট অর্জন করে জবাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । অর্থাৎ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা প্রতি মাসে কমপক্ষে ২০টি অগ্রিম/ খসড়া/ সংকলন ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরিশাল ও সিলেট প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন।	২। সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৯।	বিবিধ (APA, ই-ফাইলিং, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য)	কর্মকর্তাদের সঠিক তথ্য PIMS Software এ নিয়মিত হালনাগাদ করা জরুরী। কিন্তু খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন বিভাগ/স্থাপনায় নিয়মিতভাবে PIMS Software হালনাগাদ করা হচ্ছে না। PIMS Software হালনাগাদকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	নিয়মিতভাবে PIMS Software হালনাগাদ করতে হবে।	সকল কার্যালয়।
		মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয় এখন পর্যন্ত ই-নথি চালু করা করেনি। আংশিকভাবে বরিশাল ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় ই-নথি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় হতে মাঠ পর্যায়ে ই-নথি বাস্তবায়ন করার জন্য তাগিদ রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ে আবশ্যিকভাবে ই-নথি বাস্তবায়ন করার জন্য আলোচনা। হয়।	মাঠ পর্যায়ে আবশ্যিকভাবে ই-নথি বাস্তবায়ন করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		মাঠ পর্যায়ের অনেক ওয়েব সাইটে যাচাই বাছাই করে ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে দ্রুত হালনাগাদ করার জন্য আলোচনা হয়। মাসিক সমন্বয় সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী নিয়মিত স্ব স্ব কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য আলোচনা হয়।	মাঠ পর্যায়ের ওয়েব সাইটসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। মাসিক সমন্বয় সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী নিয়মিত স্ব স্ব কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় ইনোভেশন কার্যক্রম আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইনোভেশন চর্চা ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। স্ব স্ব মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ইনোভেশন টিমকে অবহিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীতে ইনোভেশন অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ ইনোভেশন টিমকে প্রেরণ করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
১০।	শুদ্ধাচার	ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ২য় কোয়ার্টারের (অক্টোবর-ডিসেম্বর,১৮) প্রতিবেদন ০২ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের ১৬/১০/২০১৮ তারিখের ১৮০৩ নং স্মারকে নির্দেশনা দেয়া ছিল। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে কোন বিভাগ/দপ্তর হতে চাহিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। বিধায়, ০৮ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে শুদ্ধাচার প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের ০৭/০১/২০১৯ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়েছে।	ক) ২য় কোয়ার্টারের শুদ্ধাচার প্রতিবেদন অবিলম্বে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল পরিচালক/ অতিরিক্ত পরিচালক/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক

আর কোন আলোচনা না থাকায় মহাপরিচালক, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩.১.১৯

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৮৪৮৩৪
dg@dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০১.১৪.(অংশ-১).৬৩(৩০) তারিখঃ ১০/০১/২০১৯ খ্রি.।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। অতিঃ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক (সকল), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। পরিচালক, প্রশাসন/সবরি/চসসা/পউকা/সংগ্রহ/প্রশিক্ষণ/হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা।
৮। অতিঃ পরিচালক, প্রশাসন/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/এমআইএসএন্ড এম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
১০। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী)
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ফোন-৯৫৬১২০৯
dd.est@dgfood.gov.bd